ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 125 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in
ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৮১ ● কলকাতা ● ০২ কার্ত্তিক, ১৪৩২ ● সোমবার ● ২০ অক্টোবর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব ৪৪

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

বেচারী পক্ষিণী দুঃখী হয়ে গেল আর তার রাস্তা দেখতে লাগল। কিন্তু পরে সে কখনও আর ফিরলই না। পক্ষিণী কিছুদিন দুঃখী থাকল কিন্তু আস্তে আস্তে সে দুঃখ ভুলে গেল।

কিছুদিন পরে ঐ ডিমগুলো থেকে দুটো বাচ্চা হল।

একটা ডিম বোধহয় নীচে পড়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল। পক্ষিণী প্রতিদিন সকালে বাইরে যেত আর সন্ধ্যার সময় যখন ফিরত তখন নিজের বাচ্চাদের জন্য মুখ ভরে দানা নিয়ে আসত, খুব আদর করে খাওয়াত। আর তার আসার সময় হলে বাচ্চারা তার ফেরার অপেক্ষা করত। একদিন সন্ধ্যাবেলা দেখলাম যে, পক্ষিণী ফিরল, কিন্তু সে বার বার বিভিন্ন জায়গায় পড়ে যাচ্ছিল আর সে ঐ গাছের নীচে গিয়ে পড়ে গেল। **ক্রমশঃ**

বাংলার রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবিতে বিস্ফোরক শুভেন্দু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ছাব্বিশের আগে বাংলার রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি। 'আমার ক্ষমতা থাকলে ১ ঘন্টায় করে দিতাম', দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বার্তা দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, 'জনগণ আওয়াজ তুলুক'। বিজেপি নেতা দেবজিৎ সরকারের পাল্টা দাবি, 'যেকটি জেলা তৃণমূলের আক্রমণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, তারমধ্যে অন্যতম দক্ষিণ ২৪ পরগনা। এখানকার প্রত্যকটি জায়গায় ডায়মন্ড শটে সাধারণ মানুষকে লুট করা হয়েছে। সাধারণ হিন্দু মানুষকে অত্যাচার করা হয়েছে'। সঙ্গে

এরপর ৬ পাতায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ২০শে অক্টোবর, ২০২৫ "**কালীপূজা**" এবং "**দীপাবলী**" উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে। তাই ২১শে অক্টোবর, ২০২৫ আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশনা হবে না। আগামী ২২শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে।

ডায়মণ্ড হারবারে স্বাধীনতা সংগ্রামী চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী ও মাতঙ্গিনী হাজরার জন্মদিন পালন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৯ অক্টোবর ডায়মণ্ড হারবারে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী ও শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার জন্মদিন পালন করা হয়। সকালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ, ডায়মণ্ড হারবার চাষী কৈবর্ত মাহিষ্য সমাজ ও দেশবরেণ্য চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী স্মৃতি রক্ষা কমিটি এবং অন্যান্য নাগরিকদের পক্ষ থেকে খাদি ভাণ্ডারের সামনে চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর আবক্ষ মূর্তিতে ফুল ও মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। পৌর প্রধান প্রণব দাস, স্মৃতি রক্ষা কমিটির সভাপতি সুবোধ কুমার হালদার, সিদ্ধানন্দ পুরকাইত, নীহার রঞ্জন মণ্ডল, সৌরভ মণ্ডল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিকালে ঋষি অরবিন্দ উদ্যানে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সর্বোদয় নেতা চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী ও শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার জন্মদিন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ হালদার। সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মাধাই বৈদ্য উভয়ের কর্মজীবন এবং খাদি আন্দোলন সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

সভায় মুখ্য আলোচক ছিলেন আইনজীবী ও সংস্কৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তপনকান্তি মণ্ডল। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার ভূমিপুত্র চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনে তমলুকের শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার ত্যাগ ও দেশ প্রীতির কথা তিনি সংক্ষেপে আলোচনা করেন।কুলপি থানার শ্যামবসুরচক গ্রামে এক সম্পন্ন কৃষিজীবী পরিবারে চারুচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মহাত্মা গান্ধী ও আচার্য বিনোবা ভাবে-র ভাবশিষ্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম, এ, এবং আইনে স্নাতক হওয়ার পর তিনি কিছু দিন ডায়মণ্ড হারবার কোর্টে ওকালতি করেন। ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় তিনি সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন এবং বিভিন্ন সময় কারাবাস করেন। তাঁর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন ডায়মণ্ড হারবার কোর্টের আইনজীবী ও মহকুমা কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি গঙ্গাধর হালদার। ১৯৪৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর তাঁর আহ্বানে গান্ধীজি ডায়মণ্ড হারবারে আসেন এবং এসডিও গ্রাউণ্ডে এক জনসমাবেশে ভাষণ দেন।স্বাধীনতার পর তিনি পশ্চিম বঙ্গের প্রথম খাদ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫২ সালে সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করে সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন শুরু করেন। তাঁর শেষ জীবন কাটে সর্বোদয় ও ভূদান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।এই সময় তিনি নিজের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দান করে দেন। অপর দিকে গঙ্গার ওপারে মেচেদার নিকটবর্তী হোগলা গ্রামের ঠাকুরদাস মাইতির কন্যা বিবাহ সূত্রে তমলুকের নিকটবর্তী আলিনান গ্রামের বাসিন্দা মাতঙ্গিনী হাজরা প্রথাগত শিক্ষায় পিছিয়ে থাকলেও দেশের কাজে তিনি বারবার জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন, একাধিকবার কারাবাস করেছেন। সবশেষে ১৯৪২ সালে তমলুক থানা দখল কর্মসূচিতে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁকে অনেকেই ফ্রান্সের জোয়ান অব আর্কের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন।

শিক্ষক ও সমাজকর্মী সিদ্ধানন্দ পুরকাইত বলেন, অনগ্রসর সমাজ থেকে উঠে আসা যেসকল মানুষ দেশ সেবা ও সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এখনও তাঁদের উপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়া কিংবা ইতিহাসে সেভাবে মূল্যায়ন হয়নি। চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, শহীদ আশুতোষ দলুই, মাতঙ্গিনী হাজরা প্রমুখ আরো অনেকের নাম করা যায়। এ বিষয়ে তিনি সমাজের শিক্ষিত সচেতন মানুষদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

আর,জি ,করের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ও ন্যায় বিচারের দাবীতে সুন্দরবন এলাকায় নাগরিক সভা

সমতুল নস্কর, কুলতলী,দঃ ২৪ পরগনা

গত ১৯ শে অক্টোবর দক্ষিণ 24 পরগনার কুলতলী ব্লকে , মৈপীঠ কোস্টাল থানার গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী অঞ্চলের মহাদেব হালদার স্মৃতি মার্কেটে, কলকাতার আর,জি,কর হাসপাতালে ডাঃ অভয়ার সাথে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ও ন্যায় বিচারের দাবীতে । সারা পশ্চিমবঙ্গের সাথে সাথে জনবসতিপূর্ণ গ্রাম সুন্দরবনের ভারতবর্ষের দক্ষিণে শেষ

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

আর.জি.করের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ও ন্যায় বিচারের দাবীতে সুন্দরবন এলাকায় নাগরিক সভা

পাশে ভুবনেশ্বরী গ্রামে ,দলমত নির্বিশেষে বিশাল নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সুন্দরবন এলাকার অসংখ্য নারী,পুরুষ ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহন করেন। সবার মুখে একটি আওয়াজ অভয়া বিচার চাই,ধর্ষকদের আঁড়াল করা হচ্ছে কেন প্রশাসন জবাব দাও -জবাব চাই। সভায় অভয়ার বাবা মা অশ্রু সিক্ত কণ্ঠে বলেন, আমার ডাঃ মেয়ের ধর্ষন ও খুনের বিচারের জন্য ,সারা ভারত বর্ষের মানুষের সাথে এই সুন্দরবন এলাকায় আপনারা ও প্রতিবাদ করে বিচার চাইছেন তাতে আমি গর্বিত। অভয়া শুধু আমার মেয়ে নয় আপনাদের মেয়ে বোন। তিনি আরো বলেন যতই বাধা আসুক অভয়ার বিচার না পাওয়া পযন্ত্য আমৃত্যু লড়ে যাব । সভায় বক্তা ছিলেন - ডাঃ অনিকেত মাহাতো (আর.জি.কর আন্দোলনের প্রধান মুখ), অভয়ার বাবা মা, ও অমলেন্দ দিন্তা এবং সভানেতৃ দেবারতী হালদার (বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কর্মী) গুড়গুড়িয়া ভূবনেশ্বরী নাগরিক সমাজ। ও স্থানীয় শিক্ষক শিক্ষিকা।

ক্ষমতায় এলে পার্কস্ট্রিট-কামদুনি কেস রিওপেন হবে', আশ্বাস শুভেন্দুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিজেপি ক্ষমতায় এলে পার্কস্ট্রিট কামদুনি কাণ্ডের ফাইল আবারও খুলবে। অর্থাৎ রিওপেন হবে। আশ্বাস দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দুর্গাপুরে কালীপুজোর উদ্বোধনের পর শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য, তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ বলেই অভিযুক্তদের বাঁচাচ্ছে রাজ্য সরকার। কী বলেছেন শুভেন্দু?তবে এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ বলেছেন, এলাকায় তৃণমূলের দলীয় অনুষ্ঠানে কাজ করতেন তিনি। নেতৃত্ব না দিলেও কর্মী হিসাবে থাকতেন। অপরদিকে, যে অভিযোগ উঠছে যে অভিযুক্ত দুর্গাপুর পুরসভায় কাজ করেন, সেই প্রসঙ্গে পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য রাখি তিওয়ারী বলেছিলেন, "যে ঘটনা ঘটেছে তার তীব্র নিন্দা করছি। যে দোষী তার সাজা চাইছি।" তিনি এও বলেন, "বিদ্যুৎ দফতরে যে ঠিকাদার সংস্থা কাজ করে তাদের কর্মী ছিলেন। সরাসরি যুক্ত নন।"গল্প ফেঁদে গণধর্ষণকে ধর্ষণে পরিণত করা। গণর্ধষণে অভিযুক্তদের সুরক্ষিত করা। কারণ, তাঁরা তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ।" এরপর এক অভিযুক্তের নাম তুলে তিনি বলেন, "ওই ছেলেটি দুর্গাপুর পৌরনিগমের অস্থায়ী কর্মচারী। ও এবং ওর বাবা তৃণমূলের পদাধিকারীও বটে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রাক্তন না করলে কোনও বাড়ি সুরক্ষিত নয়। এপ্রিল মাসে নতুন সরকার তৈরি হতে চলেছে। বিজেপিকে আপনারা ক্ষমতায় আনুন। বিজেপি প্রত্যেকটা নারী ঘটিত যে কেস ঘটেছে,কামদুনী পার্কস্ট্রিট থেকে শুরু করে দুর্গাপুর পর্যন্ত মামলা রিওপেন করে বিচার দেব।

মাছ ধরতে গিয়ে বাংলাদেশে আটক বাংলার ১৪ মৎস্যজীবী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ডায়মন্ড হারবার: মাছ ধরতে গিয়ে বাংলাদেশে আটক বাংলার ১৪ মৎস্যজীবী। ভুলবশত জলসীমা অতিক্রম করতেই তাঁদের আটক করা হয় বলে জানা যাচ্ছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ট্রলারটিকেও। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশে আটক ১৪ জনের মধ্যে কাকদ্বীপের ২ জন, হুগলির ২ জন ও বাকিরা কুলতলি এলাকার বাসিন্দা। মৎস্যজীবীদের একাংশের দাবি, বাংলাদেশ এখন মাছ ধরা নিয়ে কড়াকড়ি করছে। আন্তর্জাতিক জলসীমায় মাছ ধরা চলাকালীনই ভারতীয় মৎস্যজীবীদের সেখান থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে সরকার যাতে ব্যবস্থা নেই সেই দাবিও জানিয়েছেন মৎস্যজীবীরা। ঘটনার খবর আসতেই উৎকণ্ঠায় মৎস্যজীবীদের পরিবার। দ্রুত

এরপর 4 পাতায়

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদ! মন্দিরবাজারে গো ব্যাক স্লোগান শুভেন্দু অধিকারীকে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মন্দিরবাজার : কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ। পুজো উদ্বোধনে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার মন্দিরবাজারে এক পুজোর উদ্বোধনে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে গিয়ে তাঁর গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা।চোর চোর স্লোগানের সঙ্গে গো ব্যাক স্লোগানও দেওয়া হয়েছে।প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে মানুষ কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। কেন্দ্রীয়বাহিনী থাকা সত্ত্বেও এই বিক্ষোভ এড়াতে পারেননি বিরোধী দলনেতা। পরে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতায় ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিরোধী দলনেতাকে। পুজো উদ্ধোধনে গিয়ে এইভাবে বিক্ষোভের মুখে পড়বেন তা ভাবতেও পারেনি শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ বার বার তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০০ দিনের টাকা থেকে আবাস যোজনা, জল প্রকল্প সহ একাধিক প্রকল্পের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র। এমন অভিযোগ বার বার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা ও চিঠিও দিয়েছেন। কিন্তু বঞ্চনা হয়েই চলেছে বলে অভিযোগ।

রবিবার মথুরাপুরে পুজো

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

টেলিকম পরিষেবায় বিশ্বের শীর্ষ ৩ দেশের মধ্যে শামিল ভারত

ভারতের টেলিকম পরিষেবা আজ বিশ্বের শীর্ষ তিন দেশের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এই তথ্য জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ভারতের টেলিকম সেক্টর এখন শুধু সংখ্যার দিক থেকে নয়, মানের দিক থেকেও আন্তর্জাতিক মান ছুঁয়ে ফেলেছে। সম্প্রতি বিএসএনএল সম্পূর্ণ স্বদেশি প্রযুক্তি ব্যবহার করে 4G পরিষেবা চালু করেছে। এর ফলে ভারত এখন সেই পাঁচটি দেশের মধ্যে একটি, যারা পুরোপুরি নিজস্ব প্রযুক্তিনির্ভর 4G স্ট্যাক ব্যবহার করছে।

বিশ্বের সেরা ৩-এর তালিকায় ভারত

মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেন, “এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, ভারতীয় দূরসংযোগ পরিষেবা আজ বিশ্বের সেরা তিন দেশের মধ্যে রয়েছে। তবে এখানেই থেমে না থেকে, পরিষেবার মান আরও উন্নত করার জন্য আমাদের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।”

তিনি আরও জানান, ১ অক্টোবর থেকে নতুন ‘কোয়ালিটি অফ সার্ভিস’ নীতিমালা কার্যকর হয়েছে। এর ফলে ভারতের টেলিকম সংস্থাগুলিকে এখন থেকে গ্রাহকদের আরও উন্নত মানের পরিষেবা দিতে হবে। টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (TRAI) নিয়মিতভাবে প্রতিটি সার্কেলে নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি পর্যবেক্ষণ করবে, যাতে ব্যবহারকারীরা নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা পান। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন অপারেটর নতুন নিয়মের ভিত্তিতে তাদের প্রথম রিপোর্ট জমা দিয়েছে। সেই রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে কোথায় উন্নতির প্রয়োজন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, টেলিকম দপ্তর (DoT) বেসরকারি টেলিকম সংস্থা এয়ারটেলকে নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগে ২.১৪ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে। অভিযোগ, ভারতের (India) কর্ণাটক টেলিকম সার্কেলে নতুন গ্রাহক যুক্ত করার সময় সংস্থাটি সাবস্ক্রাইবার যাচাইয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। লাইসেন্স চুক্তি অনুযায়ী, নতুন গ্রাহক যুক্ত করার আগে প্রত্যেকের পূর্ণাঙ্গ যাচাই করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু এয়ারটেল সেই প্রক্রিয়া এড়িয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে শিব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দশম পর্ব)

যেমন আসবে তেমন বেকারত্বও কাটবে এবং তা নিম্নে আলোচনা করা হল। সবটাই আমাদের কাছে দিনের আলোর মত স্বচ্ছ, পৌরাণিক কাহিনী সম্পর্কে বেশ অনেক তথ্যই রয়েছে যা অনেকেরই আজও অজানা। এই সমস্ত গোপন তথ্য আপনার জীবনেও মিরাকেল ঘটাতে পারে। এমনই বেশ কিছু গোপন তথ্য রয়েছে শিব এবং পার্বতীকে নিয়েও। শিব হলেন হিন্দু ধর্মের প্রধান তিন দেবতার মধ্যে অন্যতম। তিনি সমসাময়িক হিন্দুধর্মের তিনটি সর্বাধিক প্রভাবশালী শৈব সম্প্রদায়ের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

মাছ ধরতে গিয়ে বাংলাদেশে আটক বাংলার ১৪ মৎস্যজীবী

মুক্তির দাবি জানাচ্ছেন তাঁরা। এই বিষয়ে সরকার এবং প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবিও জানিয়েছেন।

জানা গিয়েছে, ‘এফবি শুভযাত্রা’ নামে একটি ট্রলার কুলতলির সানকিজাহান থেকে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল। প্রায় ১৪ জন মৎস্যজীবীর একটি দল ওই ট্রলারে ছিল বলে খবর। জানা যায়, মাছ ধরার সময় ভারতীয় ট্রলারটি জলসীমা অতিক্রম করতেই বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজটি চিহ্নিত করে। এবং পরে ওই ট্রলারে থাকা সমস্ত মৎস্যজীবীকেই আটক করা হয়। জানা যায়, আটক ট্রলারটিকে বাংলাদেশের মোংলার দিগরাজ নৌঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, ট্রলারে থাকা ইলিশ-সহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ১০ টন মাছ রাতেই মোংলার ফেরিঘাটে বিক্রি করা হয় বলে খবর।

ঘটনায় খবর এলাকায় পৌঁছতেই উদ্বেগে পরিবার। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে বাংলাদেশে আটক! কীভাবে চলবে সংসার। ফলে এই বিষয়ে দ্রুত প্রশাসন জানতে হস্তক্ষেপ করে সেই দাবি জানাচ্ছেন পরিবারের সদস্যরা। উল্লেখ্য, এর আগে গত ১৪ জুলাই দুটি এবং ৩ আগস্ট একটি ভারতীয় ট্রলার একইভাবে ফেয়ারওয়ে বয়া এলাকা থেকে আটক করেছিল বাংলাদেশ নৌবাহিনী। সেই রেশ কাটতে না কাটতে ফের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। যা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মৎস্যজীবী মহলে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তখন দেবীর ক্রোধ যেন কালীর বীভৎস মূর্তি ধরে বেরিয়ে আসে ও চণ্ড-মুণ্ডকে হত্যা করে। ... তার মুখ ভয়ঙ্কর। তলোয়ার ও ফাঁস নিয়ে। বিচিত্র ঢাল ধরে। মানুষ (অর্থাৎ মানুষের মুণ্ড বা অঙ্গ) মালা করে পরে, বাঘের ছাল জড়িয়ে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ফালাকাটা থানার শতবর্ষ প্রাচীন কালীপুজো এখন সর্বজনীন

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

ফালাকাটা থানায় ১৯৮৪ সালে মন্দিরে পাথরের মূর্তি স্থাপন করা হয়।কয়েক বছর আগে নতুন মন্দির করা হয়।পুলিশ কর্মীর পরিবারের লোকেরাও উপোস করে পুজোয় অংশ নেন।তবে থানার পুজো এখন সবার অংশ গ্রহণে সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। তবে ফালাকাটার প্রাচীন কালী পুজো গুলির মধ্যে অন্যতম থানার এই পুজো।প্রায় ১০৯বছর ধরে নানা ঘটনার স্বাক্ষী এই থানার পুজো।আদোতে থানার আবাসিকদের এই পুজো এখন সর্বজনীন কালীপুজোয় পরিনত হয়েছে।

ফালাকাটা থানায় একটি পরিত্যক্ত কাঠের ঘর রয়েছে। সেখানেই পূর্নাঙ্গ থানার কাজকর্ম শুরু হয়েছিল। কাঠের ওই ঘরটি বর্তমানে ফালাকাটা শহরের শতবর্ষ প্রাচীন ঘর।মনে করা হয় ওই সময় ঘরের পাশাপাশি থানার পেছনে

কালীমন্দিরটিও তৈরি করা হয়েছিল। ইতিহাস প্রেমীরা জানিয়েছেন,ফালাকাটা থানার বয়স অনুযায়ী মন্দিরের বয়সও শতাব্দী পার।ওই সময় থেকেই মন্দিরে কালীপুজো হয়ে আসছে।শতাব্দী প্রচীন হওয়ায় তাই নানা ঘটনার স্বাক্ষী বহন করে আসছে ফালাকাটা থানা ও তার কালীপুজো।

ফালাকাটা থানায় এখন নতুন বিল্ডিং হলেও পুরানো ঘরটি এখনও আছে।বয়সের যে ছাপ পড়েছে তা ঘরটির জড়াকীর্ন অবস্থা দেখলেই স্পষ্ট।তবে মন্দিরের অবস্থা কিন্তু এখন ঝা-চকচকে।গত চার পাঁচ বছর আগে নতুনভাবে মন্দিরটি তৈরি করা হয়েছে।মার্বেল,স্টাইল দিয়ে গোটা মন্দির বানানো হয়েছে।এবারও এই মন্দিরেই পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। পুজোর জন্য গোটা থানা চত্বর আলোকসজ্জায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে।থানার গেটে বসানো হয়েছে আলোক তোরণ।পুলিশ কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও এই পুজোর আয়োজন নিয়ে এখন ব্যাস্ত।

(৩ পাতার পর)

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদ! মন্দিরবাজারে গো ব্যাক স্লোগান শুভেন্দু অধিকারীকে

উদ্বোধনে যাওয়ার পথে মন্দিরবাজারে শুভেন্দুর গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। মহিলারা দেন গো ব্যাক স্লোগান। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদ দেখিয়ে মন্দিরবাজারে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে লাঠি হাতে বিক্ষোভ দেখানো হয়। দফায় দফায় বিরোধী দলনেতার কনভয় আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয়রা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, পরিযায়ী শ্রমিকরা ভিন রাজ্যে নির্যাতিত হচ্ছে। বাংলার মানুষের পাওনা টাকা না দিয়ে বঞ্চনা করছে কেন্দ্র। এই সমস্যার সমাধান না করে বিরোধী দলনেতা এলাকায় আসতে পারবেন না। তাঁদের অভিযোগ, বাংলা ভাষার ওপরে আক্রমণ করা হচ্ছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে, তা নিয়ে বিরোধী দলনেতার হেলদোল নেই। অবিলম্বে এই দিকে কেন্দ্রকে নজর দিতে হবে বলে দাবি জানান তাঁরা।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সম্রা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিকাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

অপারেশন সিঁদুর ছিল শুরু মাত্র, পাকিস্তানের প্রতি ইঞ্চি মাটি এখন ব্রহ্মসের আওতায়: রাজনাথ সিং

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উত্তর প্রদেশের লখনৌয়ের সারোজিনী নগরে স্থাপিত নতুন ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন ইউনিটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণকালে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং পাকিস্তানকে হুমকি দিয়ে বলেছেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গতবছরের অভিযান 'অপারেশন সিঁদুর' কেবল একটি সতর্কতামূলক প্রদর্শনী ছিল; এখন থেকে পাকিস্তানের প্রতিটি ইঞ্চি জমি ভারতের ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রের আওতায় থাকবে। তিনি আরও বলেন, দেশীয় প্রযুক্তিতেই তৈরি এই ক্ষেপণাস্ত্র দেশের

আত্মবিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছে।

প্রসঙ্গত, গত এপ্রিলে জম্মু-কাশ্মীরের পাহলগামে যে সন্ত্রাসী হামলা ঘটে, তার প্রতিক্রিয়ায় মে মাসে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানের মধ্যেই একটি অভিযানের কথা ঘোষণা করে। যেটি অপারেশন সিঁদুর নামে পরিচিত। ভারত ওই অভিযানে সেখানে থাকা বাহিনী ও স্থাপনায় সংবেদনশীল লক্ষ্যভেদী আঘাত করেছে বলে জানিয়েছে; ওই অভিযানে ব্যবহৃত হয়েছে দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত ব্রহ্মস সুপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র।

প্রতিরক্ষা সূত্রে জানানো হয়েছে, ব্রহ্মস এমনভাবে নির্মিত যে শত্রু রাডার তা সহজে শনাক্ত করতে পারে না; ফলে ক্ষেপণাস্ত্রটি 'দৃশ্যের আড়ালে' পৌঁছে লক্ষ্য ধ্বংস করতে সক্ষম। রাজনাথ সিং বলেন, "ব্রহ্মস শুধু একটি ক্ষেপণাস্ত্র নয়, এটি ভারতের সামরিক সক্ষমতার প্রতীক; আমাদের তিনটি সশস্ত্র বাহিনীর জন্য এটি একটি মুল স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছে।" তাঁর ভাষায় ছিল গর্বের সুর, তবে একই সঙ্গে এই অর্জনকে সরকারী সফলতার প্রতীক হিসেবেও তুলে ধরা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ উপস্থিত ছিলেন। তিনি লখনৌকে কেবল ঐতিহ্য-নগরী বলে চালিয়ে না দিয়ে এখন একটি প্রতিরক্ষা শিল্প ও প্রযুক্তি কেন্দ্র হিসাবে বর্ণনা করেন এবং বলেন, দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে উঠায় কর্মসংস্থান ও দক্ষতার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

রাজনাথ আরও যোগ করেন, "অপারেশন সিঁদুরের সময় যা ঘটেছে, তা ছিল ভারতের জয়ের এক সূচনা; এখন এটি ধরে রাখতে আমাদের সকলের দায়িত্ব।" তিনি বলেন, ব্রহ্মস এখন কেবল ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীরই নয়, বরং আন্তর্জাতিকভাবে ভারতীয় শক্তির প্রতীক হিসেবেও বিবেচ্য হবে।

(১ম পাতার পর)

বাংলার রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবিতে বিস্ফোরক শুভেন্দু

হুঁশিয়ারি, 'যে ভাষা ১৪ বছর ধরে বাংলার জনগণকে শেখাচ্ছে, বিরোধীদের শেখাচ্ছে। ছাব্বিশের ভোটে তৃণমূলের, আজকে যাঁরা অত্যাচার করছে, তাঁরা জবাব পাবেন। সেইসময়ে বিজেপিকে দোষ দেওয়া যাবে না'। জানান, মানুষ যদি ক্ষেপে যায়, মানুষ যদি উত্তেজিত হয়, কোনও সরকারকে দেখে বৈধ ক্ষমতার বাইরে গিয়ে অত্যাচার করতে দেখে, সেক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারে প্রশাসনিক যে ক্ষমতা আছে, তার প্রয়োগ হতে পারে' ।হিন্দুরা কি এরাজ্যে ধর্ম পালনও করতে পারবে না! পুজো উদ্বোধনে বিক্ষোভের মুখ পড়ে পাল্টা প্রশ্ন শুভেন্দুর ।রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘিতে কালীপুজোর উদ্বোধন করতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন শুভেন্দু। মথুরাপুর থানার দক্ষিণ বিষ্ণুপুর মোড়ে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মহিলারা। পাথরপ্রতিমায় এক জনসভায় শুভেন্দু বলেন, 'আমি যদি হিন্দু হয়ে পশ্চিম বাংলায় রায়দিঘি পাথরপ্রতিমায় আমার ধর্মাচারণ করতে না পারি। আমায় হিন্দু ধর্ম পালনে বাধা দেওয়া হয়, আমার মতো লোককে, তাহলে আপনারা হিন্দুরা এখানে কীভাবে আছেন। সহজেই অনুমেয়'। এরপরই ওই জনসভায় রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি তোলেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা ।তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তীর কটাক্ষ, 'বাংলার একটা প্রবাদ আছে, সাঁকো নাড়াতে দিতে নেই'। তাঁর সাফ কথা, 'কোন জনতার কথা বলছেন! দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কতিপয় বিজেপি কর্মী, তাঁরা একটা সভা থেকে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি তুলবে, আর রাষ্ট্রপতি শাসন হয়ে যাবে! জনতার কথা বলতে গেলে তো জনতার রায়ের কথা বলতে হয়। যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলায় ৩১ আসনের মধ্যে একমাত্র ভাঙর বাদ দিয়ে সবকটিতে আসনে তৃণমূল জিতেছে। ভাঙরেও তো বিজেপি জেতেনি। জিতেছে অন্য দল। অর্থাৎ যে জেলায় জনাদেশ হচ্ছে তৃণমূলের পক্ষে, সেই জেলায় দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন, হিন্দুত্বের প্রচার! কত বড় বড় ডায়লগ'!

সিনেমার খবর

যেভাবে ভেঙে যায় সালমান-ঐশ্বর্যর প্রেম, জানালেন পরিচালক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা সালমান খান ও সাবেক বিশ্বসুন্দরী অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাইয়ের সম্পর্ক নিয়ে বলিউডে আজও চর্চা হয়। দুই তারকার মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠতে এবং সেই সম্পর্কে চিড় ধরতে দেখেছিলেন সংগীত পরিচালক ইসমাইল দরবার। চোখের সামনে দেখেছিলেন, দুজন মানুষ কীভাবে পরস্পরের থেকে দূরে সরে গেলেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমন কথাই বলেন সংগীত পরিচালক ইসমাইল।

‘হম দিল দে চুকে সনম’ সিনেমার সংগীত পরিচালনা করেছিলেন ইসমাইল দরবার। সেই সময়ে সালমান ও ঐশ্বরিয়ার সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। এর পাশাপাশি ওই সিনেমার সেট থেকেই নাকি ঝগড়াঝাঁটিও শুরু হয়েছিল তাদের। ইসমাইল বলেন, ওদের ঝগড়ার খবর সব সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের খুব খারাপ লাগত। ওরা পরস্পরের খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। এভাবে ওদের ঝগড়া করা ঠিক হয়নি। কিন্তু এগুলো এখন সবই অতীত। এখন সালমান খুবই বিচক্ষণ হয়ে গেছেন। তাই এ নিয়ে আর কোনো কথা বলেননি।

অন্য এক সাক্ষাৎকারে পরিচালক প্রহ্লাদ কক্কড় জানিয়েছিলেন, তিনিও সালমান ও ঐশ্বরিয়ার ঝগড়ার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। কারণ তিনি ঐশ্বরিয়ার বহুতলেই থাকতেন। প্রহ্লাদ বলেছিলেন, ঐশ্বর্যা খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। গোটা ইন্ডাস্ট্রি ওর জন্য ঐশ্বরিয়াকে একঘরে করে দিয়েছিল। মনে গভীর আঘাত লাগে ওর। ইন্ডাস্ট্রির ওপর থেকে আস্থা হারাতে শুরু করেছিলেন উনি। নিজেকে প্রতারিত মনে করতেন উনি।

উল্লেখ্য, ‘হম দিল দে চুকে সনম’-এর পর আর কখনো পরস্পরকে নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি সালমান বা ঐশ্বরিয়া কেউ-ই। গত বছর কেবল আম্বানিপুত্রের বিয়ের আসরে দুজনই উপস্থিত ছিলেন ঠিকই। কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি তারা।

পুরুষরা ৮ ঘণ্টা ধরে কাজ করে যাচ্ছে, আমি মেয়ে বলেই দ্বিচারিতা: দীপিকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের ৮ ঘণ্টা শিফটে কাজ করার চাহিদা এখন চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। অভিনেত্রী মা হওয়ার পর অভিনয় নিয়ে বেশ কিছু শর্ত চাপিয়েছিলেন, যার অন্যতম হচ্ছে— ৮ ঘণ্টার শিফট। এর বেশি তিনি করবেন না। এ নিয়েই নায়িকার ঝামেলা বাঁধে দক্ষিণী পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা ও কল্কি নির্মাতাদের সঙ্গে। শুরুতে স্পিরিট এবং হালে কল্কি ২৮৯৮ এডির সিক্যুয়াল থেকে ‘বাদ পড়েন’ দীপিকা। অনেকের চোখে দীপিকার দাবি ন্যায়সঙ্গত, অনেকে আবার এটাকে ‘বাড়াবাড়ি’ বলেও ব্যাখ্যা করেছেন।

এবার এ নিয়ে দীপিকা নিজেই কথা বলেছেন। সিএনবিসি টিভি১৮-এর অনুষ্ঠানে অভিনেত্রী বলেন, একজন নারী হিসাবে, যদি এটা কারুর কাছে অনায্য দাবি ঠেকে, তাহলে তাই। তবে এটি কোনো গোপন বিষয় নয় যে, অনেক সুপারস্টার, পুরুষ সুপারস্টার বছরের পর বছর ধরে ভারতীয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে দিনে ৮ ঘণ্টা কাজ করছেন এবং এটি কখনো শিরোনামে আসেনি।

দীপিকা বলেন, আমি নাম নিতে চাই না, যাতে এটা বড় ইস্যু হয়ে যায়। তবে এটি সুপরিচিত যে পুরুষ অভিনেতারা আছেন, যারা বহু বছর ধরে দিনে ৮ ঘণ্টা কাজ করছেন, অনেকে সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত দিনে কাজ করেন, উইকএন্ডে কাজ করেন না।

অভিনেত্রী বলেন, আমি অনেক স্তরে এটা করেছি এবং এটা আমার কাছে নতুন নয়। নায়ক-নায়িকার পারিশ্রমিকের পার্থক্য নিয়েও আমাকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল। আমি জানি না এটাকে কী বলব। তবে আমি সেসব মানুষের মধ্যে একজন যারা নীরবে নিজের লড়াইটা করতে পছন্দ করেন।

প্রসঙ্গত, স্পিরিটে দীপিকার জায়গা নিয়েছেন অভিনেত্রী তৃপ্তি দিমরিকে। অন্যদিকে কল্কিতে দীপিকার বদলি কে হবেন তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে আপতত মেয়ে দুয়াই দীপিকার ধ্যানজ্ঞান।

যে ভিডিও দেখে অবাক টুইঙ্কেল, সেটির ব্যাখ্যা দিলেন সাইফ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পতৌদি পরিবারের নবাব বলিউড অভিনেতা সাইফ আলি খান বাড়িতে এক দুষ্কৃতকারীর হামলায় ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হয়েছিলেন। এটি সবার জানা। সেদিন চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর অনেকেই এ হামলাকে ‘ভুয়া’ বলে দাবি করেছিলেন।

সম্প্রতি প্রাইম ভিডিওর জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘টু মাচ উইথ কাজল অ্যান্ড টুইঙ্কেল’-এ অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন নবাব। সেখানেই তিনি নিজের ওপর হওয়া এক ভয়ঙ্কর আক্রমণের কড়া জবাব দেন সাইফ আলি খান, যা নিয়ে কিছু দিন আগে সামাজিক মাধ্যমে জোর বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল।

সেই সময় অনেকে অভিনেতাকে অ্যাম্বুলেন্সে কিংবা হুইলচেয়ারে বাসায় যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সাইফ বলেন, কেউ কেউ বলেছিলেন— আমার অ্যাম্বুলেন্সে যাওয়া উচিত। কেউ বলেছিলেন— আমার হুইলচেয়ারে যাওয়া উচিত। তখন আমি ভাবছিলাম— আতঙ্কিত হওয়ার কারণ কী? পরিবার, ভক্ত, আর কেউ? শুধু হেঁটে যাও এবং মানুষকে জানাও যে তুমি ঠিক আছ।

এটাই ছিল তার হেঁটে বেরিয়ে আসার একমাত্র কারণ বলে জানান এ অভিনেতা। তবে হেঁটে বের হওয়ায় যে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। সে প্রসঙ্গে সাইফ বলেন, অনেকে আলোচনা শুরু করে যে আক্রমণটা ভুয়া নাকি আসল আমরা এ ধরনের পৃথিবীতে বাস করি।

সেই ঘটনার পর সাইফ যখন হাসপাতাল থেকে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে আসেন, সেই সময়ের একটি ভিডিও

দেখে অবাক হয়েছিলেন কাজলের বোন টুইঙ্কেল। কাজল সাইফকে জানান যে, ভিডিওটি দেখে তিনিও হতবাক।

অভিনেতা বলেন, কারণ আমি হাঁটতে সক্ষম ছিলাম। আঘাতটা খারাপ ছিল, কিন্তু ঠিক ছিল। তারা সেলাই করে দিয়েছিল এবং আমি এক সপ্তাহ সেখানে ছিলাম। আমার পিঠ ঠিক ছিল। ব্যথা হচ্ছিল, তবে আমি হাঁটতে পারছিলাম। আমার হুইলচেয়ারের প্রয়োজন ছিল না।

ঘটনার প্রসঙ্গে সাইফ বলেন, অনুষ্ঠান যখন শেষ হলো, সেখানে অনেকে ছিলেন। অনেকেই আমাকে কীভাবে হাঁটা উচিত, সে বিষয়ে মতামত দিচ্ছিলেন। সংবাদমাধ্যমও কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। আমি বললাম— যদি মিডিয়া কৌতূহলী হয়, তবে আমাদের বিষয়টা সমাধান করা উচিত এবং আমাকে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যেতে দেওয়া উচিত।

রোহিত-কোহলির ফেরার ম্যাচে ভারতকে সহজেই হারাল অস্ট্রেলিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম ম্যাচেই ভেঙে পড়ল ভারতের ব্যাটিং অর্ডার। ২২৪ দিন পর দেশের জার্সিতে ফিরে রান পেলেন না বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। রান পাননি অধিনায়ক নিজেও। অল্প পুঁজিতে লড়াই করতে পারেনি বোলাররাও।

রোববার পার্থে বৃষ্টিতে খেলা থেমেছে চারবার। ফলে ৫০ ওভারের খেলা কমে দাঁড়ায় ২৬ ওভারে। প্রথমে ব্যাট করে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৩৬ রান তোলে ভারত। কিন্তু ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতিতে লক্ষ্য কমে দাঁড়ায় ১৩১। ভারতীয় বোলাররাও খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি। ফলে ২১.১ ওভারেই ম্যাচ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া। ৭ উইকেটে জিতে সিরিজে এগিয়ে গেছে তারা।

টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরু থেকেই নড়বড়ে ছিলেন রোহিত। ৮ রানের মাথায় জশ হেজলউডের বলে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন তিনি।

রানের খাতাই খুলতে পারেননি কোহলি। বার বার অফ স্টাম্পের বাইরের বল খেলতে গিয়ে খেসারত দিতে হয়। মিচেল স্টার্কের বলে পয়েন্টে কুপার কোনোলির হাতে ধরা পড়েন তিনি।

দুই উইকেট পড়ার পর একবার খেলা বন্ধ হয়। খেলা শুরু হওয়ার পর আউট হন গিল। লেগ স্টাম্পের বাইরের বল খেলতে গিয়ে উইকেটরক্ষককে ক্যাচ দেন তিনি। একই অবস্থা শ্রেয়াস আইয়ারের। তিনিও লেগ স্টাম্পের বাইরের বলে ফেরেন। চার উইকেট পড়ার পর আবার বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হয়। তখন অনেকটা সময় নষ্ট হয়। ফলে খেলা কমে দাঁড়ায় ৩২ ওভারে। শেষ পর্যন্ত তা আরও কমে হয় ২৬ ওভার।

হঠাৎ ওভার কমে যাওয়ায় চাপে পড়েন ভারতীয় ব্যাটাররা। রানের গতি বাড়ানোর চেষ্টা করেন অক্ষর প্যাটেল ও লোকেশ রাহুল। তাদের ব্যাটে ১০০ পার হয় ভারতের। অক্ষর ৩১ ও রাহুল ৩৮ রান তোলেন। শেষ দিকে নীতীশ রেড্ডি ১৯ রান করে ভারতকে ১৩৬ রানে নিয়ে যান। কিন্তু ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে ভারতের রান হয় ১৩০।

১৩১ রানের লক্ষ্য খুব একটা বেশি ছিল না অস্ট্রেলিয়ার জন্য। ব্যাটিংয়ে নেমে প্রথম ওভারেই দু'টি চার মারেন ট্রাভিস হেড। কিন্তু পরের ওভারের অর্শদীপ সিংয়ের বলে বড় শট মারতে গিয়ে আউট হন তিনি। তিন নম্বরে নেমে ম্যাথু শর্টও বেশি রান পাননি। তাকে আউট করেন অক্ষর।

হেড আউট হওয়ায় মার্শের দায়িত্ব বেড়ে যায়। দায়িত্ব নিয়ে ইনিংস খেললেন তিনি। জশ ফিলিপ তাকে সঙ্গ দেন। ৩৭ রান করে আউট হন ফিলিপ। মার্শ ৪৬ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন।

বিশ্ব প্যারা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে তৃতীয় ইরান

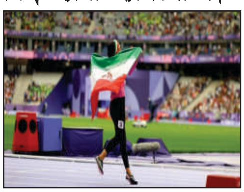

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান বিশ্ব প্যারা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের ১২তম আসরে নয়টি স্বর্ণ, দুটি রৌপ্য এবং পাঁচটি ব্রোঞ্জ পদক জিতে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে।

দেশটির প্যারা-অ্যাথলিটরা এবারের চ্যাম্পিয়নশিপে তৃতীয় স্থান অর্জন করায় ইরানের প্যারা-অ্যাথলিট অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান আলিয়াশগর হাদিযাদে ইরানি প্রতিযোগীদের পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছেন। এই খবর দিয়েছে তেহরান টাইমস।

হাদিযাদে তেহরান টাইমসকে বলেছেন, "আমাদের অ্যাথলেটদের পারফরম্যান্স প্রতিযোগিতার জন্য একটি ঐতিহাসিক অর্জনকে চিহ্নিত করেছে। আমরা এর আগে এমন পর্যায়ের পৌঁছাতে পারিনি। আমাদের সেরা পূর্ববর্তী ফলাফল ছিল একটি একক অভিযানে চারটি স্বর্ণপদক, এবং প্যারিস, কোবে, দুবাই এবং লন্ডনে আমরা সর্বোচ্চ তিনটি স্বর্ণ অর্জন করতে পেরেছিলাম।"

তিনি আরও বলেন, "আমি আশা করি আমাদের অ্যাথলেটরা এই গতি বজায় রেখে ২০২৬ সালের নাগোয়াতে এশিয়ান গেমস এবং ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেসে প্যারালিম্পিকে শক্তিশালী পারফরম্যান্স করতে পারবে। আমি সকল অ্যাথলিট, কোচ এবং সমর্থকদের ধন্যবাদ জানাই যারা দিল্লিতে দলের পাশে ছিলেন এবং অব্যাহত জয়ের শুভ কামনা করি।"

ইভেন্টটি ভারতের নয়াদিল্লিতে জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রাজিল ৪৪টি পদক (১৫টি স্বর্ণ, ২০টি রৌপ্য, ৯টি ব্রোঞ্জ) নিয়ে পদক তালিকার শীর্ষে রয়েছে। চীন ১৩টি স্বর্ণ, ২২টি রৌপ্য, এবং ১৭টি ব্রোঞ্জ (মোট ৫২টি পদক) অর্জন করলেও ব্রাজিলের চেয়ে দুটি স্বর্ণ কম পাওয়ায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে।

চোটে ছিটকে গেলেন স্পেনের রিয়াল ডিফেন্ডার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পেশীর চোটে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে স্পেন দল থেকে ছিটকে গেছেন রিয়াল মাদ্রিদের তরুণ ডিফেন্ডার ডিন হুইসেন। তার জায়গায় ইতোমধ্যেই জাতীয় দলের ক্যাম্পে যোগ দিয়েছেন আথলেতিক বিলবাওয়ের অভিজ্ঞ সেন্টার ব্যাক অমারিক লাপোর্তে।

সোমবার জাতীয় দলের অনুশীলনে পৌঁছানোর পর হুইসেনের পেশীর ইনজুরির বিষয়টি সামনে আসে। রয়্যাল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন (আরইএফএ) নিশ্চিত করেছে মঙ্গলবার হুইসেন অনুশীলনে যোগ দেননি। রিয়াল মাদ্রিদ জানিয়েছে তার অবস্থার কোন উন্নতির হচ্ছে না। মেডিকেল পরীক্ষার পর তার পেশীর ইনজুরির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে।

ইতোমধ্যেই হুইসেনকে জাতীয় দল থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

আরইএফএ এক বিবৃতিতে হুইসেনের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছে।

২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা করে নেবার লক্ষ্যে স্পেন আগামী মঙ্গলবার ভায়াদোলিদে বুলগেরিয়াকে আতিথ্য দিবে। শনিবার এলচেতে জর্জিয়ার মুখোমুখি হবে।

৩১ বছর বয়সী লাপোর্তে গত বছর ইউরো জয়ী স্প্যানিশ দলে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

বাছাইপর্বে দুই ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে স্পেন গ্রুপ-ই'র শীর্ষে রয়েছে। জর্জিয়া ও তুরস্ক তিন পয়েন্ট করে নিয়ে পরের দুই অবস্থানে রয়েছে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR